

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

232352 - হস্তমথৈনকে কেনে রয়ো-ভঙ্গরে কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়; অথচ বপের্দা ও অন্যান্য গুনাহকে রয়ো-ভঙ্গরে কারণ হিসেবে গণ্য করা হয় না

প্রশ্ন

আপনারা 221471 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি হস্তমথৈন করা হারাম জনেও রমযান মাসে সটো করে; হস্তমথৈন করার সময় সে যদি নাও জানে যে, হস্তমথৈন করলে রয়ো ভঙ্গে যায় তবুও তার রয়ো বাতলি হয়ে যাবে। কেননা হস্তমথৈন করা হারাম এইটুকু জানার মাধ্যমেই এর থেকে বরিত থাকা তার উপর ওয়াজবি। কিন্তু, আপনারা 107624 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করেছেন যে, যে নারী হযিব পরে না, সে যদি বপের্দা হওয়ার বধিান হারাম জানা সত্ত্বেও বপের্দা হয় তদুপরি এ গুনাহর কারণে তার রয়ো ভঙ্গ হবে না। সুতরাং এ দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রয়ো ভঙ্গকারী বিষয়গুলো নরিদ্ষিট; কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্টভাবে সগেলো উদ্ভূত হয়েছে। সগেলো হল: সহবাস, পানাহার, যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত যমেন- স্যালাইন ইনজকেশন, হস্তমথৈন, শঙ্গি লাগানো, ইচ্ছাকৃত বমি ও হায়যে।

ইতপূর্ববে 38023 নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়গুলো উদ্ভূত হয়েছে।

রয়ো ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে হস্তমথৈন ও বপের্দার মধ্যে পার্থক্য হল: হস্তমথৈন সত্তাগতভাবে রয়ো ভঙ্গকারী ও রযোর সাথে সাংঘর্ষিক। দলিলি হচ্ছে-- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আল্লাহ তাআলা বলেন: রয়ো আমারই জন্ম। আমিই এর প্রতদিন দবি। বান্দা আমার জন্ম পানাহার ও যটোনসুখ বর্জন করে।" হস্তমথৈন যটোনসুখ। তাই সটে পানাহারের ন্যায় রয়ো ভঙ্গকারী।

ইবনে হাজার আল-হাইতামী (রহঃ) বলেন: "হস্তমথৈন নজিহে রয়োভঙ্গকারী।"[আল-ফাতাওয়া আল-ফকিহিয়া আল-কুবরা (২/৭৩)]

শাইখ মুহাম্মদ মুখতার আস-শানক্বতি বলেন:

তিনি (আল্লাহ) বলছেন: "যটোনসুখ"। এটাকে তিনি সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন। ফলে বড় যটোনসুখ যা সহবাসের মাধ্যমে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

অর্জতি হয় সটোও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং যবে যটনসুখ হস্তমথুনে মাঝে হাছলি হয় সটোও অন্তর্ভুক্ত করছে। যখন সবে বীর্যপাত করে তখন তার যটনসুখ লাভ হয়। এটাই হচ্ছবে বড় যটনসুখ। এ দকি থেকে সবে বেরোযাদার গণ্য হয়। কনেনা রোযাদার তার যটনসুখকে ত্যাগ করে। যবে ব্যকতি হস্তমথুনে করল সবে তবো আর যটনসুখকে ত্যাগ করল না।" [শারহুল যাদলি মুস্তাকনি (8/108) থেকে সমাপ্ত]

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া গ্রন্থে (8/100) এসছে:

"মালকে মাযহাব, শাফয়ে মাযহাব, হাম্বলি মাযহাব ও হানাফি মাযহাবের অধিকাংশ আলমেরে মতঃ হাত দিয়ে হস্তমথুনে রোযাকে বাতলি করে দেয়।" [সমাপ্ত]

পক্ষান্তরে, বপের্দা হওয়া রোযা ভঙ্গকারী নয়। বরং তা গীবত, মথিয়া ইত্যাদি অন্য গুনাহসমূহেরে মত একটি গুনাহ; যবেলোর কারণে রোযার সওয়াব কমে যায়; কনিতু রোযা ভঙ্গবে না।

ইতপূর্ববে 50063 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচতি হয়েছে যবে, গুনাহ রোযাদারেরে সওয়াব কময়িবে দেয়। কখনও কখনও এত বশে গুনাহ করা হয় যবে, রোযার সম্পূর্ণ সওয়াব শষে হয়ে যায়। কনিতু রোযাকে নষ্ট করে না। বরং এ গুনাহ সত্ববে তার রোযা সহি হববে এবং রোযাদারেরে উপর থেকে ফরযিত দায়তিব খালাস হববে এবং তাকে কাযা পালন করার আদশে দেয় হববে না।